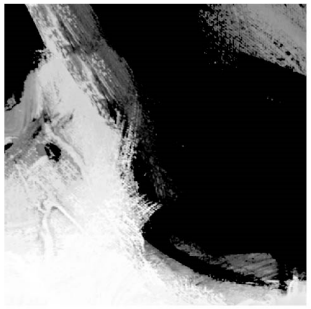

জোছনার কফিন

জোছনার কফিন

জামশেদ নাজিম

অনিন্দ্য প্রকাশ

দ্বিতীয় মুদ্রণ
ফাল্গুন ১৪২৭ মার্চ ২০২১
প্রথম প্রকাশ
মাঘ ১৪২৭ ফেব্রুয়ারি ২০২১
প্রকাশক
মোঃ আফজাল হোসেন
অনিন্দ্য প্রকাশ
৩৮/৪, পি. কে. রায় রোড, বাংলাবাজার, মান্নান মার্কেট (৩য় তলা), ঢাকা-১১০০
ফোন : ৪৭১১৭৯৬৪, ০১৯৭১৬৬৪৯৭০, ০১৭১১৬৬৪৯৭০
বর্ণবিন্যাস
আদিত্য কম্পিউটার
১৪২, হৃষিকেশ দাস রোড, সূত্রাপুর, ঢাকা-১১০০
মোবাইল : ০১৯১৯৬৬৪৯৭০
বানান সমন্বয়ক
মো : রফিকুল ইসলাম
মোবাইল : ০১৯১২১৯৮০২৩
গ্রন্থস্বত্ব : লেখক
প্রচ্ছদ : ধ্রুব এষ
মুদ্রণ
অনিন্দ্য প্রিন্টিং প্রেস
৩০/১ক, হেমেন্দ্র দাস রোড, ঢাকা-১১০০
ফোন : ৯৫৭৩৭৬৯, ০১৭১১৬৬৪৯৭০

মূল্য : ১৫০.০০ টাকা

Jochonar Kafin By **Jamshed Nazim**
Published by Md. Afzal Hossain
Anindya Prokash
38/4, P. K. Roy Road, Banglabazar
Mannan Market (2nd Floor), Dhaka-1100
Phone : 47117964, 01971664970, 01711664970
e-mail : anindya.prokash@yahoo.com

2nd Print : March 2021

Price : 150.00
US $ 05

ISBN 978 984 95422 9 2

ঘরে বসে **অনিন্দ্য প্রকাশ**-এর বই কিনতে ভিজিট করুন
http://rokomari.com/anindyaprokash ফোনে অর্ডার করতে ১৬২৯৭
https://othoba.com ফোনে অর্ডার করতে ০৯৬১৩৮০০৮০০
http://boibazar.com/anindyaprokash ফোনে অর্ডার করতে ০৯৬১১২৬২০২০
http://bdshopay.com/anindyaprokash ফোনে অর্ডার করতে ০১৬২২৭৭৮৮৭৭
http://porua.com.bd/anindyaprokash ফোনে অর্ডার করতে ০১৮৫৭৭৭৭৪৮৪
http://journeybybook.com/anindyaprokash ফোনে অর্ডার করতে

০১৬৭৪৫৩৬৫৪৪

উৎসর্গ

অঝোরে ঝরে পড়া
মানুষের প্রতি ফোঁটা অশ্রুকে।

দুঃখ, হতাশা, দহন, অথবা বিশ্বাসঘাতকতা কিংবা ভালোবাসা থেকে প্রাপ্ত আঘাত, বে-ডের ধারের মতো মানুষের হৃদয়কে কাটে। ক্ষতবিক্ষত করে। মানুষকে মনখারাপের দ্বীপে টেনে নিয়ে গিয়ে একা করে দেয়। নাজিম জানে মন খারাপ ওষুধে কমে না, কথা কখনো-কখনো ওষুধের থেকে ভালো কাজ করে। হতাশা কী? আঘাত অথবা বিশ্বাসঘাতকতা থেকে উত্তরণের পথই বা কোথায়? ভালোবাসা অথবা বিষাদ, অথবা আত্মহত্যার মতো মানসিক রোগ-এর সমাধান মানুষের হৃদয় থেকে কতটুকু দূরে? 'জোছনার কফিন' কাব্য সংকলনে কবি জামশেদ নাজিম মূলত সেইসব সামাজিক কথাদেরই অনুসন্ধান করতে চেয়েছে। এই গ্রন্থে কবি মূলত সেইসব কথাদের স্থান দিতে চেয়েছে যা পাঠককে একটা বোধের ঠিকানায় নিয়ে দাঁড় করিয়ে বলতে পারে, হেরে যাওয়ার থেকে অধিক ভালো ঘুরে দাঁড়ানো। আমি আশাবাদী 'জোছনার কফিন' পাঠক মনে শুশ্রূষার মতো করে জায়গা করে নেবে তার নিজস্ব গুণে। এবং আশা রাখি এই কাব্য সংকলনটি লিখেই নাজিম থেমে থাকবে না। আরও অনুভব আরও প্রেরণা নিয়ে নতুন নতুন কাব্য সংকলনে ঋদ্ধ করবে আমাদের সাহিত্যভুবন। কবির আগামীর যাত্রাপথ আরও সুন্দর আরও আলোকময় হোক এই শুভকামনা রাখি।

রুদ্র গাঙ্গুলী
কবি ও কথাসাহিত্যিক, কলকাতা।

সূচিপত্র

পরম্পরা ১১
ঘুমভাঙা রাত ১২
নির্মোহ টান ১৩
জীবনসঙ্গী ১৪
শুদ্ধ থেকো ১৫
লিখতে চেয়েছি ১৬
আলগা সুতো ১৭
লাশের ব্যাগ ১৮
আদিম গ্রন্থ ১৯
দুঃখ চর ২০
তুমি আর আকাশ ২১
অতৃপ্ত আত্মা ২২
নিষিদ্ধ স্পর্শ ২৩
প্রেমিকা তোমাকে ২৪
তুমিনামা ২৫
জীবন জুয়া ২৬
তুচ্ছ শরীর ২৭
মিথ্যে ভয় ২৮
বহিরাগত ২৯
তুমিহীন শহর ৩০
সেই তুমি ৩১
বেহিসেব ৩২
অব্যক্ত কথা ৩৩
প্রেম ৩৪
হে প্রেমিকা ৩৫
আত্মহত্যা ৩৬
ব্যক্তিগত ৩৭
ঘোর ৩৮
সংসারনামা ৩৯
খবরওয়ালা ৪০
বিপরীত পৃথিবী ৪১
অণুগল্প ৪২
শুধু তাই ৪৩
নিজেকে খুঁজতে গিয়ে ৪৪
মনের মানুষ ৪৫
জীবনডায়ারি ৪৬
ভাঙনের ঢেউ ৪৭
বেদনার কণা ৪৮
প্রতিজ্ঞা ৪৯
দেওয়াল ৫০
আহ্বান ৫১
দেহ-মন ৫২
জীবন সমাপ্তি ৫৩
এই তো এমনই ৫৪
মোহের মুখোশ ৫৫
পহেলা মে ৫৬
প্রেমিক ৫৭
প্রশ্ন ৫৮
অবাধ্য মেঘ ৫৯
ভোরের চাঁদ ৬০
বোকা হাসি ৬১
মনের আদালতে ৬২
মায়াবতী সে ৬৩
চিৎকার ৬৪

পরম্পরা

একটা কবিতা পড়ব
চোখে চোখ রেখে
ঠোঁটের স্পর্শে
কানের লতিতে চুমু খেয়ে।

একটা গল্প লিখব
চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে
চুড়ির ঝনঝনানির শব্দে
সদ্যভেজা চুলের পানিতে।

একটি মিছিল বের করব
হুড তোলা রিকশায় বসতে
পার্কের গাছ ঘেঁষে দাঁড়াতে
তোমার অধিকারের দাবিতে।

ঘুমভাঙা রাত

দিনগুলো কেটে যাচ্ছিল
মেঘলা আকাশে আগুন জ্বালিয়ে।
এক অজানা স্বপ্নে সেদিন মাঝরাতে
আহত হৃদয়ের ঘুম ভেঙে গেল।
বিছানায় মানব আকৃতির আলো খুঁজতেই
দূর আকাশে চাঁদ দেখে আঁতকে উঠলাম।
তুমি রূপে রূপবতী চাঁদের আলোয়
ভীষণ মায়া ছড়িয়ে ছিল আকাশজুড়ে।
পৃথিবীর সুন্দরের একমাত্র উদাহরণ
চাঁদের বুকে কী দার"ণ
একাকিত্বের সংজ্ঞা লুকিয়ে আছে!
একই আকাশের সুহৃদ
চাঁদের বন্ধুত্বের আশা বুকে বেঁধে
হাজার বছর উড়ে উড়ে
ক্লান্ড় মেঘ বৃষ্টিরূপে কাঁদছে।
এমন ঘুমভাঙা অনেক রাতে
চাঁদের আলোতে চোখ রেখে
নিজের অজান্ড়ে শুধু তোমাকে খুঁজে পাই।

নির্মোহ টান

অন্ধকার বাড়ির উঠোন দেখেছিল
ঘরে না-ফেরার প্রতিজ্ঞাবদ্ধ বুকে রক্তক্ষরণ।
সীমান্তের জরাজীর্ণ কাঁটাতার শুনেছিল
অপরিচিত কোনো কারণে ছুটে যেতে হয়
নতুন পরিচয়পত্রে ধার করা ঠিকানায়।

কলকাতার বিছানায় শুয়ে কত মানুষ?
ছেলেবেলার স্মৃতি স্মরণে ফিরে আসে—
এই বাংলার পলি উপত্যকার পাশে আমতলায়
স্কুলে পিছু নেওয়া বখাটে ছেলের চিঠির কথা
নিঃস্ব দুপুরে অশ্রু ঝরিয়ে যায় ওপার বাংলায়।

জীবন পথের ভুলে সীমানা পেরিয়ে যাওয়া
কোলের শিশু জন্মস্থানের গন্ধ শুঁকতে চায়।
বাবার হাত ধরে অজানা পথে হাঁটা কিশোরের বিরহ
পাড়ার খেলার মাঠ খেলোয়াড় শূন্যতায় বিবাগি ।
বৃদ্ধার চিতায় আগুন জুটল না চেনা শ্মশানের।

কিছু মানুষ ভুলে গেছে দুই বাংলার পলি-বিশ্বাস।
কিছু মানুষ কেঁদে ওঠে কোনো দেশে বুকের নির্মোহ টানে।
উপহার দেবে নির্ভয়ে লিখতে আপন ঠিকানা।
ভাগ হওয়ার দরকার ছিল কি এই ভুবনের?
হায়রে মানুষ! মানুষ হয়ে খাঁচাবদ্ধ করেছে
রাষ্ট্র নামের সীমানায় কাঁটাতার।

জীবনসঙ্গী

অনিয়ন্ত্রিত হৃদয়ের ইচ্ছেরা চায়
নিশুতি রাত অধিকার পাওয়া মানুষটি
ঘুম ঘুম চোখে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকুক।
চোখে তৃপ্তির ঢেকুর তুলে
নিংড়ানো শক্তিতে জড়িয়ে বলুক,
'এই তাকিয়ে থাকা ক্লান্তি দূর করে
আজীবন পথচলার শপথে দৃঢ়তা বাড়ায়।'

না, এখন ঘুমজড়ানো চোখে চোখ রেখে
প্রথম স্পর্শে ভুলগুলো মনে করে
হেসে নিজেকে কেউ বোকা ভাবে না।
ভাবতে চায় না ব্যাকুলতার সেই কথা।
আজ অধিকার পাওয়া মানুষগুলোর স্পর্শে,
অকারণে আবেগের সঞ্চার ক্ষীণ বহমান।
রোজ রাতে নেই নতুন করে প্রেমে পড়ার ইচ্ছে।

অথচ অধিকার আদায়ের দিনগুলোতে
পাশাপাশি না থেকেও ঘুমজড়ানো চোখে চোখ রেখে
অদৃশ্য মায়ার ক্ষুধা খোঁজার অভ্যাস ছিল।
দিনমজুরের মতো ভালোবাসার বিনিময়ে শ্রম দেওয়া,
মন জয়ের পরিণতির স্পর্শে অধিকার পাওয়া বিজয়ে—
বিলুপ্ত হয়ে গেছে চোখে চোখ রেখে কাঁদতে চাওয়ার ইচ্ছারা।
না দেখে থাকতে পারার কষ্ট কথায় কথায় আবিষ্কার করা।

শুদ্ধ থেকো

পার্কের পাতাকুড়ানিদের নিয়ে
তোমার জন্মদিন উদ্‌যাপন করতে পারি।
পারি শহরের দেওয়ালে পোস্টার টানিয়ে
জন্মদিনের শুভেচ্ছা রটিয়ে দিতে।
আমিই পারি পাহাড়ের চূড়া খোদাই করে
হৃদয়ের চিহ্নে আঁকা তোমার চিত্রকলায়
উপহার হিসেবে বেদনার অশ্রু ঝরাতে।

আমি শুধু পারি না মুখোমুখি দাঁড়িয়ে
তোমার জীবন্ত চোখে তাকাতে।
আমিই পারছি না শুভদিনের প্রথম প্রহরে
তোমার দরজার কড়া নেড়ে খুশির কারণ হতে।

পারা-না-পারার মনকে সান্ত্বনা দিতে
তোমার ছবিতে তাকিয়ে নিজেকে বলে যাই,
'হয়তো একদিন নিজেকে প্রশ্ন করলে জানবে
তুমি ছিলে কল্পনার অদ্ভুত শিখাহীন প্রদীপ
জ্বলন্ত আখরের অদৃশ্য জীবনের অসমাপ্ত গল্প।'

অজানা আর্তনাদে ঘিরে ধরে মৃন্ময়ী চাঁদ,
হৃদয়ের বসতি হয়ে যায় প্রবঞ্চক অন্ধকার।
পথিক রঘুরা অতিগোপনে ভালোবেসে যায়
আর দূর থেকে সংগোপনে বলে—
শুভ জন্মদিন প্রজাপতি।
মৃন্ময়ী চাঁদ হোক সখী।
ভালো থেকো তুমি শুদ্ধ থেকো তুমি,
উতলা রাতের বাতাসে ভাসুক তোমার গন্ধ।

লিখতে চেয়েছি

কাঁচা পাতার পাটিতে বসে থাকা
প্রেমিক-প্রেমিকার গল্প লিখতে বসিনি
আশাবাদী হৃদয়ে আহ্বান জানাচ্ছি,
মালিকানাহীন অসীম আকাশের ছায়ায়
ভালোবাসবার অধিকার মানুষের আছে।

ভালোবাসার দিগন্ত ছেড়ে যাওয়া মানুষকে
দেখতে চাওয়ার ইচ্ছের কথা লিখতে চাইনি
বিদগ্ধ মনের নীরবতাকে বলতে চেয়েছি,
বারান্দায় দাঁড়িয়ে অধীর অপেক্ষার দৃষ্টিতে
কাউকে খোঁজার অধিকার কাজল-চোখের আছে।

ভুলে না-যাওয়ার প্রতিশ্রুতিতে গোলাপ দিয়ে
ওড়নায় লুকানো মুখের বর্ণনা করতে বসিনি,
নিরাকার অভিসম্পাতের ভাষায় বলতে চেয়েছি
কথার মোহজালে সর্বস্ব ভোগ করা প্রেমিকদের
ঘৃণা করার অধিকার সকল প্রেমিকাদের আছে।

আদরের যন্ত্রণায় সমাপ্তির নিথর শরীরে
ঘুমিয়ে থাকা আবেশ নিয়ে কিছু লিখছি না,
সম্পর্কে সিলমোহর সাক্ষী রেখে লিখতে চেয়েছি
ঘুমন্ত হৃদয় ছুঁতে না-পারা ঘরের মানুষটিরও
নগ্ন শরীর স্পর্শ করার অধিকার আছে।